দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 7.4.78 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 1 ...

ছেউঁড়িয়ায় লালন স্মরণোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ভেড়ামারা: "লালনের গান জ্ঞানের মাধ্যম। এই গানের মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। মানব ধর্মই লালনের আদর্শ। পৃথিবীতে যে সমস্ত সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে লালন তাদের কোন অংশে কম নন"। এই কথাগুলি লালনভক্ত কিছু সংখ্যক বাউলের।

গত ২৩শে মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ এই তিনদিন ব্যাপী কুষ্টিয়া শহর থেকে দু মাইল দূরে লালন সমাধি ক্ষেত্র ছেউঁড়িয়ায় লালন স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লালন সমাধি ক্ষেত্রে অগণিত লালনভক্ত বাউল ও দর্শকের পদধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। ভক্তরা এসেছিল লালনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। তারা এসেছিলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে। এই স্মরণোৎসবের আয়োজন করেন কুষ্টিয়ায় লালন একাডেমী। প্রতি বছরের ফাগুন

লালন স্মরণোৎসবে বাউল কানাই ক্ষ্যাপা লালনগীতি পরিবেশন করছেন।
—দৈনিক বাংলা

লালনের গান জ্ঞানের মাধ্যম সত্যকে অনুভবের মাধ্যম

পূর্ণিমার এই অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি সাংবাদিক, কবি, গবেষক লালনভক্ত ও প্রখ্যাত বাউলগণ।

২৪শে মার্চ পূর্ণিমার রাতে মূল অধিবেশন শুরু হয়। তারা আগের দিন থেকেই বাউল ও লালনভক্ত বৃন্দ লালনের মাজার প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছিলেন। তারা লালনের মাজার ঘিরারত করে লালন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। লালন স্মরণোৎসবের মূল অধিবেশন সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় শুরু হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমীর চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মান্নান ভূইয়া। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ আশারাফ সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লালন পরিষদের চেয়ারম্যান খন্দকার রিয়াজুল হক, লালন একাডেমীর পরিচালক ডঃ আনোয়ারুল করিম, লালন গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী।

প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন বলেন সংস্কৃতি মানুষের জীবনের অঙ্গ। সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও চর্চা ছাড়া জাতি বাঁচতে পারে না। তিনি লালন সঙ্গীত ও তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লালন ফাউন্ডেশন গঠন করার আহ্বান জানান এব্যাপারে তিনি সরকারকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান।

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন জানান লালন গীতির সুরের ইংরেজী স্বরলিপি করার জন্য লোক সাহিত্য পরিষদকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য তথ্য উপদেষ্টা ২ হাজার টাকা দান করেছেন। তিনি লালন সম্পর্কে ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরীর পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে ভবিষ্যতের কল্যানের পথ নির্দেশের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন বাংলাদেশের আবহমানকালের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে হলে তার শিল্প সাহিত্য ও লালন স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতে হবে। তিনি লালন একাডেমীকে আত্মনির্ভরশীল হবার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন লালনের গান আমাদের প্রেরনার উৎস। তার গানে মানবতার ধর্ম তথা মানব ধর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে। লালন তার গানের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির ইংগিত দিয়েছেন।

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন লালন এদেশের সাধকদের অন্যতম। আমাদের দেশের জনগণকে লালন সম্বন্ধে আরো ব্যাপকভাবে জানাতে হবে। এজন্য আরো পুস্তক প্রকাশ করতে হবে।

লালন একাডেমীর পরিচালক ডঃ আনোয়ারুল করিম বলেন সারা বিশ্বে লালনকে নিয়ে গবেষণা চলছে অথচ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে আমরা কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে পারছি না। তিনি দুঃখ করে বলেন রেডিও টেলিভিশনে বিকৃত সুরে লালনের গান পরিবেশন করা হচ্ছে। তিনি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন বিদেশে সাংস্কৃতিকদল পাঠানোর সময় বাউলদের কথা বিবেচনা করা উচিত।

সভাপতির ভাষণে জনাব মান্নান লালন স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

লালনকে নিয়ে যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে তখন স্বদেশে তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র প্রতিষ্ঠান লালন একাডেমী চরম আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন। তাদের এমন কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই যা দিয়ে লালন স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা বা তার গান বা স্বরলিপি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব। আর্থিক দৈন্যের জন্য লালন স্মরনোৎসব ও সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হয় না।

এ প্রসঙ্গে লালন একাডেমীর পরিচালক ডঃ আনোয়ারুল করিম দুঃখ করে বলেন চলতি স্মরনোৎসবে কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়নি। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং লালন ভক্তগণ সাথে করে যে যৎ সামান্য চালডাল এনেছেন তা দিয়ে অতিকষ্টে এই স্মরনোৎসবের কাজ সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য যে, লালন স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ১৯৬২ সালে লালন লোক সাহিত্য পরিষদ গঠন করা হয় এবং এই পরিষদের সভা-

তারিখ ... 7.4.78 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

ছেউঁড়িয়ায় লালনের সমাধিতে . তার ভক্তদের একাংশ।
—দৈনিক বাংলা

লালনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে

পতি নির্বাচিত হন তৎকালীন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক জনাব কাজী গোলাম আহাদ। পরবর্তীকালে লালন লোক সাহিত্য পরিষদ লালন একাডেমীতে রূপান্তরিত হয়।

লালন একাডেমীর পরিচালক বলেন, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লালন সম্পর্কে গবেষণা চলছে। ফ্রান্স পশ্চিম জার্মানী ইউ এসএ ইংল্যান্ড জাপান ও কানাডায় লালন সম্পর্কে গবেষণা হচ্ছে। ইরাক লালন সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। খুব শীঘ্রই সেখানে লালনকে নিয়ে গবেষণা হবে। বিশ্বের যে সমস্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে লালনকে নিয়ে গবেষণা চলছে এবং যেখান থেকে পিএইচডি ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় উইজকোন বিশ্ববিদ্যালয়, মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় কুইনস বিশ্ববিদ্যালয়ও কোলন বিশ্ববিদ্যালয়।

লালন একাডেমীর পরিচালক বলেন লালন স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে লালন একাডেমীকে জাতীয়করণ করে সরকারীভাবে পরিচালনা করতে হবে। এখানে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক পুস্তক ও সরকারী অনুদান দিতে হবে। লালন একাডেমী ও লালনের মাজার যাতে বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য এখানে পর্যটন কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া আমাদের দেশের মানুষকে লালন সম্পর্কে আরো অধিক অবহিত করার জন্য লালনকে পাঠ্য তালিকায় স্থান দিতে হবে।

লালন সম্বন্ধে কয়েকজন বাউলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাদের মধ্যে কানাই ক্ষ্যাপা, জমিলা খাতুন, গোলাম ইয়াসিন শাহ খোদা বখশ শাহ বেহাল শাহ ও ঝড়ু শাহ। তারা সকলেই লালনকে মানবতার প্রতীক হিসাবে অভিহিত করেছেন। কানাই ক্ষ্যাপা বলেন লালনের গান জ্ঞানের মাধ্যম। তার গানের মাধ্যমে সস্রষ্টাকে উপলব্ধি করা যায়। লালন ভক্ত জমেলা খাতুন বলেন লালনের মর্তাদর্শ মানব ধর্ম। তার মতে যে সমস্ত সাধক পৃথিবীতে এসেছেন লালন তাদের কোন অংশে কম নন।